প্রথম আলো

তারিখ ... 22 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম

সত্য অস্বীকার না করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) গবেষণা প্রতিবেদনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রভাষক নিয়োগে আর্থিক লেনদেন, দলীয়করণ, বিজ্ঞপ্তির বাইরে মাত্রাতিরিক্ত নিয়োগ, পরীক্ষার ফল প্রভাবিত করার যে চিত্র উঠে এসেছে, তা খুবই উদ্বেগজনক। প্রতিষ্ঠানটি ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৩টি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছে, শিক্ষক নিয়োগে মন্ত্রী, সাংসদ থেকে শুরু করে স্থানীয় নেতা ও ছাত্রনেতারাও প্রভাবিত করে থাকেন। অনেক সময় পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য চাহিদা ও যোগ্যতা দুটোই পুনর্নির্ধারণ করা হয়। তবে সবচেয়ে ভয়ংকর যে অভিযোগটি পাওয়া গেছে, তা হলো শিক্ষক নিয়োগে ৩ থেকে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত উৎকোচ লেনদেন।

এসব তথ্য কেবল বিশ্ববিদ্যালয় নয়, গোটা দেশের জন্যই লজ্জাজনক। ধারণা করা গিয়েছিল, এ রকম একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো লজ্জিত হবে। কিন্তু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাধিকারীর সঙ্গে কোনো কোনো শিক্ষকনেতাও প্রতিবেদনকে চ্যালেঞ্জ করছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, প্রতিবেদন তৈরির আগে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা হলো না কেন? টিআইবির পক্ষ থেকে প্রতিবেদনটি ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

টিআইবি তাদের নীতি অনুযায়ী প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ না করলেও ঘটনাগুলো পদাধিকারীদের অজানা নয়। অজানা নয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনেরও (ইউজিসি)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে তো স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না নেওয়া প্রার্থীকেও নিয়োগ দিয়েছে বলে *প্রথম আলোয়* খবর প্রকাশিত হয়েছে। এর আগেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির খবর গণমাধ্যমে এসেছে।

টিআইবির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, যিনি দেশের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও, প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্তকে বাস্তব বলে অভিহিত করে বলেছেন, 'উচ্চ মেধাসম্পন্ন একজনকে বাদ দিয়ে নিম্ন মেধার একজন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি ৪০ বছর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দেওয়া থেকে বঞ্চিত করবেন।' তাই পদাধিকারীদের উচিত হবে প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্ত অস্বীকার না করে প্রতিকারের উদ্যোগ নেওয়া এবং এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া। তাতে উচ্চশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দুটোই রক্ষা পায়।